B.A 2nd Semester

Paper - BENGALI-HC -2026

Unit - III

সংস্কৃতির রূপান্তর (গোপাল হালদার)

১.প্রশ্ন : 'বাঙলার কালচার' বলতে কী বোঝ আলোচনা করো। 'বাঙলার কালচার' এবং 'বাঙলার সংস্কৃতি' সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট করো।

উত্তর : বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোপাল হালদার মহাশয় তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে **'বাঙলার কালচার' এবং 'বাঙলার সংস্কৃতি'র** বিষয়টি আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে দেখা যায়,---- 'বাঙলার সংস্কৃতি' ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। যুগ যুগ ধরে এই সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। 'কালচার' আধুনিক কালের জিনিস। তাই 'বাঙলার কালচার' বললে ঠিক 'বাঙলার সংস্কৃতি'কে বোঝায় না। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "বাঙালীর এই কালচার আধুনিক কালের জিনিস--- এত অভিনব যে ইহাকে 'বাঙলার সংস্কৃতি' বলতে যেন বাধে।" অপরদিকে একে 'বাঙলার কৃষ্টি'ও বলা যাবে না। 'বাঙলার কৃষ্টি'ও অনেক পুরোনো। কৃষ্টির সম্পর্ক কৃষি এবং কৃষকের সঙ্গে। 'বাঙলার কৃষ্টি'র সঙ্গেও 'বাঙলার কালচারে'র সম্পর্ক খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, " 'বাঙলার কালচার' কৃষি বা কৃষকের সহিত সম্পর্ক প্রায় রাখে না--- ইহা বাবুদের জিনিস "বাবু কালচার"।" আমরা বুঝতে পারি, 'বাঙলার কালচারে'র সঙ্গে মাটির সম্পর্ক প্রায় নেই।

'বাঙলার কালচার' এবং 'বাঙলার সংস্কৃতি' এক জিনিস নয়। বাংলার কালচারের জন্ম হয়েছে ইংরেজদের বাংলা জয়ের পর। বাংলার সংস্কৃতি অনেক পুরোনো। এই সম্পর্কে লেখক বলেছেন, " 'বাঙলার কালচার' নূতন জিনিস, 'বাঙলার সংস্কৃতি' কিন্তু বহুদিনের।" বাংলা ইংরেজদের অধীনে আসা পর তাদের সংস্পর্শে এসে আমাদের সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প-নৃত্যকলা ইত্যাদি নতুন করে বিকশিত হয়েছে।--- এই 'বাংলার কালচারে'র জন্ম হওয়ার বহুপূর্বে আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। যাকে লেখক 'বাঙলার সংস্কৃতি' বলেছেন। সেই সংস্কৃতি "বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ও বাঙলার জনজীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল হাজার বৎসর হইতে, ভারতীয় সংস্কৃতির কোলে।"--- অর্থাৎ ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার বহুপূর্বেই

বাংলার মানুষের ভূমিকেন্দ্রিক জীবন, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল খাঁটি বাংলার খাঁটি সংস্কৃতি,---- যা ছিল খাঁটি ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশের সংস্পর্শে এসে সেই সংস্কৃতি নতুন করে বিকশিত হয়।

২. প্র : 'বাঙলার সংস্কৃতি'র ভিত্তি স্থাপনের পর্বটি আলোচনা করো।

উত্তর : বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোপাল হালদার মহাশয় তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে 'বাঙলার সংস্কৃতির' ভিত্তি স্থাপনের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। গ্রন্থে দেখা যায়, পাল ও সেন রাজাদের আমলে প্রায় হাজার বছর পূর্বে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে লেখক গোপাল হালদার বলেছেন, "পায় হাজার বৎসর আগে "পাল ও সেন রাজাদের বাঙালী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হইল, ইহার মূল সুর বাঁধা হইল।" " সেই সময় বাঙালি জাতি জাতিগত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে নিজেদের স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই সময়----

ক) 'গৌড়ী রীতি' সংস্কৃতে গৃহীত হয় ;

খ) বীতপাল ও ধীমন নতুন মূর্তি শিল্পের প্রচলন করেছেন ;

গ) বৌদ্ধগু রা বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার নতুন রূপ পেয়েছেন। সিদ্ধাচার্যরা দেশীয় ভাষায় গান রচনা করেছেন। (চর্যাপদ)

ঘ) বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতির জন্ম এবং বিকাশের যাত্রা আরম্ভ হয়।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে নতুন নতুন উপকরণ নিয়ে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে।

RITA DEY